Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.24-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাঁকুড়া জেলার বিশেষ উল্লেখ সহ আঞ্চলিক শিল্প -সংস্কৃতির ইতিহাসচর্চা ও সংরক্ষণে উৎপল চক্রবর্তী ও 'অভিব্যক্তি'র ভূমিকা: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ঝর্ণা মোদক
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়,বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Bankura district occupies a special place in the practice of regional history. Since ancient times, this district has been distinguished from other districts of West Bengal in terms of art and culture. The terracotta horse known as the 'Bunkura Horse' has gained considerable prestige as the logo of the All India Handicrafts Board. Folk art and culture can be seen everywhere in the district. Two world famous artists Ramkinkar Baize and Jamini Roy were influenced by folk art. This continuous flow of art and culture from ancient times can be observed even today. Artist Utpal Chakraborty, who came as a professor at the Chander Basic Training College in the remote village of Chander, near Jamini Roy's birthplace Beliatore in the seventies, was overwhelmed by it. He discovers the latent creative talent among the college students as well as the villagers. Opposite the college, he established a center for arts and crafts and folk culture called 'Abhivyakti' and also constructed a museum at 'Abhivyakti' to preserve the art works of the villagers, to develop the artistic sensibilities of the local people. Gradually, 'Abhivyakti' got a special place in the tourism map of the district and it was transferred as Jamini Roy Institute of Art and Culture, the 4th campus under Bankura University to nurture the tireless work of Utpal Chakraborty, which would not be an exaggeration to say a recent addition to the practice of district and regional history.

Keyword: Chhandar, Bankura, Utpal Chakraborty, Abhibyakti, Folk art, Culture, Meauseum, Artistic sense

ভূমিকা: ইতিহাসের যে তিনটি মূল উপাদান (স্থান-কাল-পাত্র) তার মধ্যে স্থান বা অঞ্চল হল অন্যতম। অঞ্চল বলতে মূলত একটি দেশের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অবিচ্ছিন্ন অংশ, স্থান বা ক্ষেত্রকে বোঝায়। আর ইতিহাস হল তার অনুসন্ধান বা চর্চা। আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চা বলতে বোঝায় ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক উপাদান, জনগোষ্ঠী এছাড়াও সমাজ-সংস্কৃতি শিল্প ও তার পরিবেশ সম্পর্কিত চর্চা। পরিবেশ-প্রকৃতি ও মানব সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে অঞ্চলের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক সত্তা গড়ে ওঠে। যাকে সাধারণভাবে সংস্কৃতির এক অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়। যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক সংগঠন, ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার-আচরণ সবকিছুই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সেজে ওঠে। আঞ্চলিক ক্ষেত্র

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী সেই অঞ্চলের ঐতিহ্যের তথা সংস্কৃতির অঙ্গ। যা স্থানগত স্বতন্ত্র গড়ে তোলে- ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতির মিথস্ক্রিয়ায়। এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রগতিকে যেমন অনুধাবন করা যায় তেমনি এই আঞ্চলিক বৈচিত্রের মধ্যে দেশের সামগ্রিক ইতিহাসটি প্রতিফলিত হয়[1]। বর্তমান আলোচনায় সেই রকমই একটি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিশেষ উল্লেখ সহ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় শিল্প-সংস্কৃতির দিকটি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: এই আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ছান্দার গ্রামে গড়ে উঠা 'অভিব্যক্তি' প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ, জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক প্রকাশ করা। গ্রামীণ অঞ্চলের পাশাপাশি জেলা তথা রাজ্যে অভিব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকে তুলে ধরা, পাশাপাশি গ্রামীণ কারিগরদের সামাজিক অবস্থানের দিকে আলোকপাত ঘটাতে সহায়ক হবে। বাংলার শিল্প ঐতিহ্য যে গ্রাম ভিত্তিক এই সত্য অনুধাবন করতে আধুনিক যুবসমাজকে উৎসাহিত করা, শৈল্পিক ঐতিহ্যকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে সংগ্রহশালার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নকে সামনে রেখে আলোচনাটি অবতারণা করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হল- বাঁকুড়া জেলার তথা আঞ্চলিক শিল্প-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণে উৎপল চক্রবর্তী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'অভিব্যক্তি'র অবদান কতখানি?

পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যিক উপাদান থেকে এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, ম্যাগাজিন, লিটল ম্যাগাজিন, জার্নাল সহায়ক নিবন্ধ, অভিব্যক্তির প্রতিষ্ঠাতা উৎপল চক্রবর্তীর লেখা - প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা, গান, রম্যরচনা, ব্যক্তিগত দিনলিপি, ইত্যাদি থেকে।

আলোচনা: ইতিহাস চর্চায় এই স্থানের উল্লেখ বিভিন্নভাবে চলে আসে। বস্তুত অঞ্চল বা স্থানের ইতিহাস, ইতিহাস চর্চার নবীনতম সংযোজন বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তী সময়ে অঞ্চলের ইতিহাস তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য- সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিবর্তন আলাদা করে গুরুত্ব পেত না, তা ইতিহাসের মূল ধারাতে লিন হয়ে যেত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইতিহাস চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অঞ্চলের তথা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এবং এর অন্যান্য উপ-ক্ষেত্রের পরিবর্তনশীল রূপেরেখার বিস্তৃত চর্চা। এই আলোচনায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় কোন গ্রাম, ছোট শহর, একটি জেলা অথবা যে কোন স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্র নিয়ে গভীর বিশ্লেষণও স্থান পেয়েছে[2]। তাই বর্তমান আলোচনায় বাঁকুড়া জেলার বিশেষ উল্লেখ সহ আঞ্চলিক শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চায় উৎপল চক্রবর্তী ও অভিব্যক্তির ভূমিকাকে পর্যালোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

সুপাচীনকাল থেকেই বাঁকুড়া জেলা শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায় একটি প্রসিদ্ধ জেলা হিসেবেই পরিগণিত। প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান জনপদ রাঢ়ের মধ্যবর্তী অংশে এই জেলার অবস্থান। আয়তনের দিক থেকে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বৃহত্তম জেলা। গ্রামকেন্দ্রিক এই জেলার শিল্প ও সংস্কৃতির উৎস ধার্মীয় বিশ্বাস, লৌকিক আচার অনুষ্ঠান দ্বারা পরিবৃত যা আর্য-অনার্য সংস্কৃতি অর্থাৎ 'কম্পোজিট কালচার' এর মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে। লোকোধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে লোকউৎসব, পূজা-পার্বণ, মেলা, ব্রতকথা, আচার-অনুষ্ঠানগুলি লোকায়ত জীবনধারার অন্যতম অনুষঙ্গ—যা জেলার গ্রামীণ জীবনকে গভীরভাবে আজও প্রভাবিত করে চলেছে। মধ্যরাঢ়ের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এখানকার গান-ছড়া-পাঁচালী নির্ভর লোক-কাহিনী—যা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানে গাওয়া ও পড়ার চল আছে।

এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মনসামঙ্গলের গান ও পাঁচালী, কীর্তন, বাউল, ঝুমুর গান, পটুয়াদের গাওয়া গান, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পাঁচালী ও বিভিন্ন ব্রত কথা। এই সমস্ত লোকগান গুলি দ্বারা উৎপল চক্রবর্তী উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে এগুলি নিয়মিত সংকলনের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ব্যবস্থা করেছিলেন। জনজাতি অধ্যুষিত এই জেলাতে মূলত লোকশিল্প ও সংস্কৃতির ছাপ পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়। যা এই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র করে তুলে। এই জেলার দুই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী হলেন রামকিঙ্কর বেজ ও যামিনী রায়। যাদের শিল্প সৃষ্টিতে এই লোকআঙ্গিক বিশ্ববন্দিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে এই শিল্প-সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাটি বর্তমানেও লক্ষ্য করা যায় আজও। যা দেখে অভিভূত হয়ে ছিলেন উত্তরবঙ্গ থেকে আসা শিল্পী উৎপল চক্রবর্তী। যিনি কর্মসূত্রে বদলি হয়ে বানিপুর থেকে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম ছান্দারে অবস্থিত ছান্দার বেসিক ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক হিসেবে এসেছিলেন। এখানকার শিল্পের পরিমণ্ডলটি শিল্পী উৎপল চক্রবর্তীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

উৎপল চক্রবর্তী: উৎপল চক্রবর্তী (১৯৩৮-২০১৭) পশ্চিমবঙ্গের শিল্প -সংস্কৃতির জগতে অতি পরিচিত নাম। শিল্পে, সাহিত্যে যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি সেই অর্থে বাংলার শিল্প-সাহিত্যের সুবৃহৎ পরিসরে প্রচার ও প্রসারের আলোকে অনালোকিত থেকে গেছেন। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। শিল্পী উৎপল চক্রবর্তী কর্মময় জীবন ছিল বহুমাত্রিক ও বর্ণময়। শিল্প সংস্কৃতির প্রত্যেক আঙ্গিনায় ছিল তাঁর আলোক উজ্জ্বল উপস্থিতি। কখনো ক্যানভাসে রং তুলি, কখনো সাদা পাতায় কালো অক্ষরে জেগে ওঠে ছিল তাঁর প্রিয় অনুভূতির মালা, আবার কখনো হারমোনিয়ামে বেজে ওঠে মাটির সহজিয়া স্বরলিপি। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক, সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার, সুরকার, সুবক্তা, অসাধারণ বাগ্মী প্রতিভার অধিকারী, লোকসংস্কৃতির গবেষক, শিল্পরসিক এবং সংগঠক ও বহু বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের অধিকারী ছিলেন[3]। কেননা একজন শিল্পী সত্তা কখনোই একটি মাত্র সত্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না।

বাবা অমল চন্দ্র চক্রবর্তী বাংলাদেশের বগুড়া জেলার কুসুম্বি গ্রাম থেকে আসেন বালুরঘাট স্কুল পরিদর্শক হয়ে। সেখানেই তাঁর প্রথম সন্তান উৎপল চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৯৩৮ সালে. ছোটবেলা থেকেই আঁকাঝোকায় হাত থাকলেও তেমনভাবে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননি তিনি। ছোটবেলায় উৎপল চক্রবর্তী 'নতুন' নামে একটি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন[4]।

আমরা জানি যে, যেকোন গুণী মানুষের মননশীলতা গড়ে উঠতে তৎকালীন সমাজ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়, উৎপল চক্রবর্তীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি উল্লেখ করেছেন আমি অকৃতি অধম। তাই এই পৃথিবীতে যাঁরা তাঁদের সুকর্মে স্মরণীয়, তাঁদেরই সান্নিধ্য বরণে আমার আকৈশোর তীব্র ইচ্ছে। তাঁদের সাহচর্য আমার জীবন যাপনের প্রেরণা, আমার অভিব্যক্তি প্রকাশের পাথেয়। এই মানবজমিন আবাদ করে সোনা ফালানোর সাধনা শিখেছি অবিস্মরণীয় তাঁদের সান্নিধ্য থেকেই। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয়, তাঁর জীবন ও শিল্পবোধে শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সকলের পরশ, প্রকৃতি ও মানুষকে দেখার অন্য চোখ তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁরা[5]। এছাড়া বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, প্রভাত গোস্বামী, তাঁর ছাত্র বৃন্দাবন কর, অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্ত (যোশী)-যিনি বানিপুর লোকউৎসবে উদ্বোধক হিসেবে এসেছিলেন, শান্তনু দত্ত চৌধুরী, পূর্ণেন্দু মন্ডল, প্রমুখ পঞ্চাশের দশকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা[6]। ষাটের

দশকে বানীপুর স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ এ প্রশিক্ষণ নেবার সুযোগ পান। এখানে এক বছরের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই একটা বছর তাঁর জীবন দর্শনকে পুরো পাল্টে দিয়েছিল। তার প্রতিফলন আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনে দেখতে পাই। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে হাতে-কলমে শিক্ষায় মনেপ্রাণে গেঁথে গিয়েছিলো এবং অন্যদের থেকে কিছু আলাদা করার তীব্র বাসনা চরিতার্থ করার ভবিষ্যতের দিকে তিনি ধাবিত হয়েছিলেন বলা যায়। এই কলেজে থাকাকালীন সময় থেকেই তাঁর শিল্পীসত্তার প্রকাশ দ্রুততর গতিতে ঘটতে থাকে। তাঁর নিজের কথায়,'এতদিন ধরে মনের ভিতর ছবি আঁকা শেখার যে বাসনার আগুন স্তিমিত ছিল তা বহুগুণ বেড়ে গেল দুটো কারণে। প্রথমত, তৎকালীন সময়ে বানীপুরের পরিবেশ এবং কার্যসূচি। দ্বিতীয়, ছবি আঁকা শেখার জন্য আলাদা ক্লাস[7]।' তৎকালীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুন্দর পরিচ্ছন্ন চিত্ররূপময় পরিবেশ ও নান্দনিক অবস্থান তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর মতে,'.....ছবি আঁকা, গান, সাহিত্যসভা, হলকর্ষণ, নবান্ন, সব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, খেলাধুলা এবং সব প্রতিষ্ঠান মিলে লোকউৎসব[8]।' তাঁর মন আত্মস্থ করতে চাইল এই সবকিছুই। বিশেষ করে ছবি আঁকা। এখানকার আঁকার টিচার ভগবান দাস গাঙ্গুলী সাহচর্যে লোকো চিত্রকলার রং, রেখার আঙ্গিক, ছবি আঁকাতে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন[9]। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানসজ্জা কিভাবে করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা, কিভাবে অনুষ্ঠান সংগঠিত ও পরিচালনা করতে হয়, সাহিত্যসভায় লেখা পাঠ করা, এছাড়া হলকর্ষণ, নবান্ন উপলক্ষে গান রচনা করা- এসবই হাতে-কলমে শিখেছিলেন প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে গিয়ে। যা পরবর্তীকালে 'অভিব্যক্তি' গড়ে তোলা এবং তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা প্রদান করেছিল।

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিন বাঁকুড়ায় ছান্দার বেসিক ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছিলেন[10]।এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ, জেলার পল্লী-গীতি সব কিছু তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই সমস্ত গান, হাতের কাজ এক অন্যরকম সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল তাঁকে। বাঁকুড়াতে তিনি দেখলেন 'হস্তশিল্প, রামকিঙ্কর বেইজ, যামিনী রায়'[11]। এই পরিমণ্ডল দ্বারা তিনি মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলা যায়। তাঁর নিজস্ব উক্তিতে বলা যায়, 'বাঁকুড়ায় সেই প্রথম আসা। দেখলা... হস্তশিল্প, যামিনী রায়, রামকিঙ্কর বেইজ। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ, শুনলাম বাঁকুড়ার টুসু, ভাদু, মনসামঙ্গল, ঝুমুর, মজে গেলাম'[12]। গানগুলিকে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সমস্ত গান, ছবি আঁকা, নাটক, কবিতার মধ্য দিয়ে কলেজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ভরে উঠেছিল। ধীরে ধীরে গ্রামজীবনের সঙ্গে তিনিও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এখানকার বিচিত্র প্রথা-পার্বণ, বিশেষত গাজন উৎসব, এসব কিছুই তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এগুলি তিনি রাজধানীতে দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সেই মতো কলকাতায় প্রদর্শনীতে এই সমস্ত লোকগান, হাতের কাজ গুলি তুলে ধরেছিলেন, যা প্রশংসাও পেয়েছিল। বিভিন্ন কাগজে এই নিয়ে লেখা বের হয়েছিল। এর থেকে সেই সময়ের ছান্দার গ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বেসিক ট্রেনিং কলেজের সভাপতি মানিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুনজরে বিষয়টি এসেছিল। তিনি উৎপল চক্রবর্তীকে গ্রামের মানুষের হাতের কাজগুলি সংরক্ষণের জন্য একটি মিউজিয়াম এর মতো করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে এগুলি স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারে[13]। অবশেষে পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শান্তিনিকেতন ও বেলুরমঠের মিশ্র আদলে ছান্দর গ্রামে 'অভিব্যক্তি' প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন[14]। তিনি একজন প্রথাগত শিল্পীর মত শিল্প সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তা নয় শিল্প সংরক্ষণেরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

অভিব্যক্তি কি,কেন গড়ে উঠেছিল? অভিব্যক্তি একটি চারু-কারুকলা ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র[15]। এটি বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়-এর সন্নিকটে ছান্দার গ্রামে ১৯৭৮ সালে গড়ে উঠেছিল[16]। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উৎপল চক্রবর্তী[17]। 70 এর দশকে 'অভিব্যক্তি' নামে চারু-কারুকলা কেন্দ্র ও লোকসংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রটি গড়ে ওঠেছিল তা আকস্মিক কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। আমরা যদি শিল্প সংস্কৃতি চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস এর আনুপূর্বিক ইতিহাসের ধারাটি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে বাংলার চারু ও কারুকলা এবং লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারাটি শুরু হয়েছিল উপনিবেশিক আমলে। ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বাঙালির বৈচিত্রময় জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময় প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রতি ব্রিটিশরা আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্স, গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস এর পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তোলেন (১৭৮৪খৃ.)।পরবর্তীকালে আলেকজান্ডার ডাফ, কোলব্রুক, ক্রিশ্চান মিশনারী উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান প্রমুখেরা বাংলার শিল্প সংস্কৃতি চর্চার পথকে প্রশস্ত করেছিলেন। সেই পথ কে অনুসরণ করে বেশ কিছু প্রথিতযশা বাঙালি বাংলার শিল্প সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, রামসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ[18]।

স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে কলকাতায় পদার্পণ করেন। তিনি ১৭৮৪ সালে,১৫ই জানুয়ারি দি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭২ সালে কোলব্রুকে লেখা হেস্টিংসের চিঠিতে দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। স্যার উইলিয়াম জোন্স ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী। তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির মত এদেশেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ভারত চর্চার বিষয়ে। এই প্রতিষ্ঠানটিই দেশীয় শিল্প সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতির চর্চার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বলা যেতে পারে। এদেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার যা লোকসংস্কৃতি চর্চার অনুগামী বলা যায়, এই হল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য[19]। সুতরাং বলা যায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন, তার দ্বারা প্রবাভিত,উদ্ভূত হয়ে উৎপল চক্রবর্তী 'অভিব্যক্তি' গড়ে তুলেছলেন।

লুপ্ত কুটির শিল্পের পুনর্জাগরণ, দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে নব নব শিল্পভাবনার প্রকাশ ঘটানো, যাতে দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। 'অভিব্যক্তি' শিল্প সংস্থা স্থাপনের এই ছিল উদ্দেশ্য'। সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশুদ্ধ শিল্পের চর্চা নয়, সকল মানুষের কাছে যাতে শিল্পকে পৌঁছে দেওয়া যায়। গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরি শিল্প সামগ্রী বিক্রি করার ব্যবস্থা যাতে নিয়মিত করা যায় এবং শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে 'অভিব্যক্তি' গড়ে উঠেছিল[20]।

কার্যাবলী: উৎপল চক্রবর্তী লিখিত 'খুঁজে ফিরি সেই রতনে' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে জানা যায়, অভিব্যক্তিতে একই সঙ্গে পোড়ামাটির কাজ, শাঁখ, বাঁশ, স্লেট, বেলমালার কাজ, ধানের কাজ, পটচিত্র, দশ অবতারের তাস, কাঁসা পিতল, লাক্ষা, কাঠের কাজ এবং সেরামিকসের কারুকাজ ইত্যাদি যা জেলার শিল্প হিসেবে পরিচিত, সেগুলির চর্চা হতো[21]। অভিব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উৎপল চক্রবর্তী বলেছেন প্রথমে ট্রেনিং দেয়া, তারপর পুজোয় প্যান্ডেলসজ্জা, তারপর কর্মশালা, ম্যুরাল রচনা, আর জেলার বিভিন্ন ব্লকে ইকোপার্ক সাজানো[22]। গ্রামের মানুষদের মধ্যে শিল্পবোধ জাগ্রত করতে নতুন নতুন মাধ্যম ও আঙ্গিকে শিল্পের সজীবতাকে টিকিয়ে রাখা এবং দেশের ঐতিহ্যময় কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াস চালিয়েছিল এই

প্রতিষ্ঠানটি, এছাড়াও লোকশিল্পকে নূতন আঙ্গিকে রূপায়িত করার কাজ। নানা অপ্রচলিত মাধ্যম যেমন ধান, খড়, বাঁশ, শোলা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সুন্দর শিল্পকর্ম গড়ে নজির তৈরি করে অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠানটি[23]। গ্রামীণ এলাকায় সহজে পাওয়া যায় এমন সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে শিল্পকর্ম, যা গ্রামবাসীদেরকে শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল।

এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা সারা বছরই বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সর্বদা কর্মচঞ্চল থাকেন। যে কর্মকাণ্ড গুলি সারাবছর ধরে সম্পন্ন হতো সেগুলি হল কারুশিল্পের বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শৈল্পিক কর্মকাণ্ড, পুস্তক প্রকাশনা প্রভৃতি। সেই সঙ্গে চলতে থাকে চিত্রচর্চা ও কারুচর্চার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এছাড়াও অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকশিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন সমূহ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের এবং প্রদর্শনের জন্য। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বিশেষত লোক চারু ও কারু শিল্পকলা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করা হয়। লোকশিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলার ঘোড়া, হাতি ও অন্যান্য কারুশিল্প, বেলেতোড়ের ধর্মরাজের ঘোড়া, হাতি, মুখোশ, কাঁথা, পট, বগুড়ার (বাংলাদেশ) দইয়ের হাড়ি, কাপ, ফুলদানি, শুশুনিয়ার আদিম কুঠার, গৌড়ের মীনা করা কাজ, কড়ি, ধুনো, পানপাত্র, টেরাকোটা, লৌকিক পুতুল, বাণগড়ের টেরাকোটা, চন্দ্রকেতুগড়ের টেরাকোটা, হরিনারায়নপুরের টেরাকোটা, কেঞ্জকুড়ার কাঁথা, রাজমহলের পাথরের কাজ, এছাড়াও স্থানীয় নিদর্শন সমূহ। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বেলিয়াতোড়, ভরতপুর ও ছান্দারের পটচিত্র প্রভৃতি[24]। লোকসংস্কৃতি চর্চায় সংগ্রহশালার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অনেক ঐতিহ্যময় লুপ্তপ্রায় আঙ্গিক গুলি প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য দিয়ে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে জেলার গ্রামীন সংগ্রহশালা হিসেবে 'অভিব্যক্তি'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা এ যাবৎ কোন গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। অভিব্যক্তি সংগ্রহশালায়, বাঁকুড়া জেলা সহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ, বিভিন্ন স্বনামধন্য শিল্পীদের পাশাপাশি স্বল্পপরিচিত, অনামী স্থানীয় শিল্পীদের সৃষ্টিকর্ম গুলিকে সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে শিল্পমনস্ক ব্যক্তিদের শিল্পের প্রতি যেমন উৎসাহিত করে তোলে তেমনি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের এই স্থান পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে যা জেলার পর্যটন শিল্পকে পরোক্ষভাবে হলেও উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, সংস্কৃতিক চেতনা ও প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জনমানসে বোধ জাগরিত করতে উৎপল চক্রবর্তী ও তার প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তির গুরুত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। যেমন গুরু সদয় দত্ত সংগ্রহশালা, আশুতোস সংগ্রহশালা, যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন প্রভৃতি। সত্তরের দশকে বাঁকুড়ার জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম ছন্দারে লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন উৎপল চক্রবর্তী,যা শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চায় নবতম সংযোজন বলা যায়। এই বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন তৎকালীন ছান্দার গ্রামের সমাজসেবী মানিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্মশান সংলগ্ন এক বিঘা জমি প্রদান করার মাধ্যমে[25]। এই সংগ্রহশালায় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে নানান রকম লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করেছিলেন উৎপল চক্রবর্তী এখানে যেমন বিভিন্ন পটচিত্র স্থান পেয়েছে। তেমন বাংলার প্রাচীন জনপদ গুলি থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন এখানে সংরক্ষিত করে রাখা আছে। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি।

উপসংহার: উপরিউক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় তা হল- উৎপল চক্রবর্তী অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্যময় লোকশিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ এর প্রয়াস করেছিলেন। যাতে করে জেলার তথা আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে মানব সমাজ ওয়াকিবহাল হতে পারেন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি ইতিহাস তথা বিভিন্ন লোকশিল্পের শৈলী সম্পর্কে জেলার শিল্পমনস্ক মানুষও সচেষ্ট হতে পারেন। অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন জেলার লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদান উপকরণ সংরক্ষণের মাধ্যমে অতীতের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা হয়েছে একইভাবে সেগুলির চর্চা করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার প্রচেষ্টা করেছিলেন, ফলে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত শিল্পের আঙ্গিক গুলিও নজরে আসে। শিল্প যে কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, তা যে জীবন যাপনের অঙ্গ, তার জন্য এর সঙ্গে অর্থনৈতিক মাত্রাকেও যুক্ত করেছিলেন, যাতে করে শিল্পীদের প্রশিক্ষনদানের ব্যবস্থা, প্রদর্শনীর আয়োজন, বিপণন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি করেছিলেন। ক্রমে 'অভিব্যক্তি' জেলার পর্যটন মানচিত্রে[26] বিশেষ স্থান পেয়েছে সেইসঙ্গে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যামীনি রায় আর্ট কলেজ[27] হিসেবে উৎপল চক্রবর্তীর নিরলস প্রচেষ্টাকে প্রতিপালন করে চলেছে, যা সমসাময়িক ইতিহাস চর্চায় জেলা তথা আঞ্চলিক ইতিহাসে নবতম সংযোজন বললে অত্যুক্তি হবে না।

---

[1] প্রসেনজিৎমুখোপাধ্যায়, ইতিহাসের আলোকে প্রাচীন ভারত: প্রাচীন কাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ, সেতু প্রকাশনী, ২০২২, পৃঃ. ৪৮-৫৪.

[2] তদেব

[3] উৎপল চক্রবর্তী, 'আত্মজৈবনিক রচনা ও'(উপন্যাস), সাপ্তাহিক কবিতা পাক্ষিক, 2016, শারদ সংখ্যা,পৃ.৪২০

[4] তদেব, পৃ. ৪১৮.

[5] ব্যক্তিগত ডাইরি20/12/77-10/03/79,হেডেড অন ৩১শে ডিসেম্বর,1978.

[6] সাক্ষাৎকার,স্থানীয় সাহিত্যিক মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, বাঁকুড়া, তারিখ, 10-03-2022.

[7] উৎপল চক্রবর্তী, 'আত্মজৈবনিক রচনা ও'(উপন্যাস), সাপ্তাহিক কবিতা পাক্ষিক, 2016, শারদ সংখ্যা।

[8] উৎপল চক্রবর্তী, আমার একান্ত অভিব্যক্তি,অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা,শারদীয়া,২০১৭

[9] তদেব

[10] উৎপল চক্রবর্তী, 'অভিব্যক্তি কেন্দ্রিক আখ্যান', কবিতা পাক্ষিক পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ২০১৫, পৃ.৪৬২.

[11] তদেব.

[12] তদেব.

[13] সাক্ষাৎকার, বাঁশ শিল্পী, সুধাংশু চন্দ, উৎপল চক্রবর্তীর ছাত্র, কেঞ্জাকুড়া, বাঁকুড়া,তারিখ, 8-10-2018.

[14] উৎপল চক্রবর্তী, আমার একান্ত অভিব্যক্তি, অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা,শারদীয়া,২০১৭

[15] উৎপল চক্রবর্তী, (সম্পা.), অভিব্যক্তি সংবাদ ৮, অভিব্যক্তি, ছান্দার,বাঁকুড়া,১৯৮৫,পৃ.৪-৬

[16] সাক্ষাৎকার, ধানের কাজের শিল্পী, ছায়া ঘোষ, উৎপল চক্রবর্তীর ছাত্রী, কোতুলপুর, বাঁকুড়া, তারিখ, 10-3-2018.

[17] ব্যক্তিগত ডাইরি,হেডেড অন ৩১শে ডিসেম্বর,1980.

[18] Chaudhuri, Sibdas, Index to the publication of the Asiatic Society, Vol-1, Part-1, 1956, Introduction, Pp. VII-IX.

[19] তদেব.

[20] পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'অভিব্যক্তি কথা' শীর্ষক অংশ, তারিখ২৪/৪/৮৩, অভিব্যক্তি থেকে সংগৃহীত.

[21] চক্রবর্তী, উৎপল, 'খুঁজে ফিরি সেই রতনে', প্রবন্ধ সংগৃহীত উৎপল চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে, অভিব্যক্তি, ছান্দার,বাঁকুড়া.

[22] চক্রবর্তী, উৎপল, 'অভিব্যক্তি কেন্দ্রিক আখ্যান', কবিতা পাক্ষিক পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ২০১৫, পৃ. ৪৮১.

[23] Chakraborty, Utpal (ed.), Abhivyakti, a collection of documents, pub. By Sudhir Bardhan, Abhibyakti Chhandar,Bankura 2008,P.87.

[24] চক্রবর্তী, উৎপল (সম্পা.), অভিব্যক্তি সংবাদ-৩৯, অভিব্যক্তি, ছান্দার, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃঃ.৮৩-৮৪.

[25] চক্রবর্তী, উৎপল (সম্পা.), অভিব্যক্তি সংবাদ ৮, অভিব্যক্তি, ছান্দার, বাঁকুড়া,১৯৮৫,পৃ. ১০-১৫.

[26] District Census Handbook, Bankura, Village And Town Directory, 2011, Directorate Of Census Operations, West Bengal. পৃ.101

[27] Abhibyakti Sambad.-40-41, Ed. & Pub. By Bankura University, 2019.